চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

নানান আয়োজনে বৈশাখী ও লোকজ উৎসব করলেন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এর লোকজ উৎসব, লোক সংগীত, নৃত্য ও মরমী গান, মিলন মেলা, শোভা যাত্রা, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন ইত্যাদি সহ নানা আয়োজনে প্রথম বারের মত নগরীর স্বাধীনতা পার্কে উৎসবে আনন্দে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বরন করলো নববর্ষ ও বৈশাখকে। ১৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. সকাল থেকে দিন ব্যাপি ছিল এ আয়োজন। নানা রং-ঢঙ্গ, উৎসব ও আনন্দে পালিত হয়েছে পহেলা বৈশাখ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারিবারিক এ মিলনমেলা ভিন্ন রূপে সাজিয়ে তোলে স্বাধীনতা পার্ককে। সকাল ৯ টায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন সহ মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বর্ষবরন অনুষ্ঠান। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং বেলুন ও ফেষ্টুন উড়িয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানান। এ উপলক্ষে স্বাধীনতা পার্কে অনুষ্ঠিত হয় নববর্ষের আলোচনা সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন ২২নং এনায়েত বাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সমাজ কল্যান বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সলিমুল্লাহ বাচ্চু। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। ব্যতিক্রম এ আয়োজনে প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সহ বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগন উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের সম্পাদক সৈয়দ ওমর ফারুক সহ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। চসিক আয়োজিত বৈশাখী ও লোকজ উৎসবে প্রায় ১০ হাজারেরও অধিক চসিক পরিবারের সদস্য নববর্ষের খাবার গ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, জাতির আবহমান কালের সার্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক উৎসবের দিন বৈশাখী নববর্ষ। তিনি বলেন, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে বাঙালির আত্মপরিচয়, উত্থান এবং জাতি সত্তা বিকাশের শেকড়। বাঙালির লোক সংস্কৃতির সাথে বাংলা নববর্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, যাত্রাগান, পালা গান, পুতুল নাচ, হাল খাতা, অঞ্চলভিত্তিক লোকসংগীত, খেলাধুলা সহ গ্রামীন মেলা বৈশাখে প্রান পায়। পাশাপাশি ক্ষুদ্র কুটির শিল্প হয় উজ্জীবিত। মেয়র বলেন, নববর্ষের বর্ণিল উদযাপন মানুষের মাঝে অনাবিল আনন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনার আর সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসে। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস বা সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান বাংলাদেশে নেই। পারস্পরিক সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালিন ঐতিহ্য তা কেউ নস্যাৎ করতে পারবে না। তিনি দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১০ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সেবার দায়িত্বকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করার আহবান জানান।

১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মাদক বিরোধী এবং নিয়মিত পৌরকর পরিশোধে সচেতনতা সৃষ্টির র‍্যালী ও সমাবেশে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন নিঃস্ব ও গরীব এবং সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীকে পৌরকরের আওতামুক্ত রাখার ঘোষনা এবং আগামী এক মাসের মধ্যে বকেয়া পৌরকর পরিশোধ করলে ১০% রেয়াত দেয়ার ঘোষনা দিয়ে বলেন, সক্ষম ও বিত্তবান জনগন নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করলেই শতভাগ নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। মেয়র মাদকমুক্ত চট্টগ্রামের লক্ষে প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে মাদক বিক্রেতাদের উচ্ছেদ করার ঘোষনা দেন। তিনি মাদক এর কুফল ব্যাখ্যা করে মাদকসেবন থেকে মাদকসেবী সকলকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহবান জানান। আ জ ম নাছির উদ্দীন জঙ্গীবাদ প্রসঙ্গে বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মানে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে রুখতে

হবে। পবিত্র ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের কোন স্থান নেই। পবিত্র ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। আত্মহনন পবিত্র ইসলামে মহাপাপ। যারা জঙ্গীদের মদদ, আশ্রয়, প্রশ্রয় ও লালন-পালন করে তারা পবিত্র ইসলাম ও মানবতার দুশমন। জঙ্গী কার্যক্রমে জড়িতদের সত্য ও সঠিক পথে ফিরে আসার আহবান জানান মেয়র। পৌরকর প্রসঙ্গে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, পৌরকর সেবার একমাত্র উৎস। সরকারের নির্ধারিত পৌরকর আদায় করে সিটি কর্পোরেশন। কোন নাগরিকের উপর স্ব প্রণোদিত হয়ে চসিক এক টাকাও কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে না। পৌরকরের বর্তমান হার ১৯৮৫ সন থেকেই বলবৎ আছে। ২০১৬ সনের ৩১ ডিসেম্বর জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তি বাস্তবায়ন হয় নাই। আইনের বাধ্য বাধকতায় প্রতি ৫ বৎসর অন্তর অন্তর পৌরকর পুন:মূল্যায়নের বিধান রয়েছে। বকেয়া পৌরকর প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, আগামী একমাসের মধ্যে বকেয়া পৌরকর পরিশোধ করা হলে ১০ ভাগ রেয়াত দেয়া হবে। এ বিষয়ে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে বিজ্ঞাপন জারির নির্দেশ দেন। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, জনগনের ভোটে নির্বাচিত মেয়র হিসেবে নাগরিকদের সেবা শতভাগ দিতে তিনি সদা প্রস্তুত। কারোর বিভ্রান্তিকর বক্তব্য বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারে কান না দিয়ে মেয়রের কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মেয়র। ১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. শনিবার, সাড়ে ১১ টায় আন্দরকিল্লা ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক চত্বরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত জঙ্গী, সন্ত্রাস ও মাদক বিরোধী এবং পৌরকর বিষয়ে সচেতনতা মূলক সমাবেশে মেয়র এসব কথা বলেন। মেয়র বেলুন উড়িয়ে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে একই সময়ের সচেতনতা মূলক র‌্যালীর উদ্বোধন করেন। এ সকল বিষয়ে ১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. শনিবার, বেলা সাড়ে ১১ টায় নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে, সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে মতবিনিময় সভা ও র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়। আন্দরকিল্লা চত্বরের র‌্যালী উত্তর সমাবেশে প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, ৩২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, ২১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস আঞ্জুমান আরা বেগম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, সচিব মো. আবুল হোসেন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, মেয়রের একান্ত সচিব মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, সিটি ম্যাজিস্ট্রেট সনজিদা শরমিন ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিমসহ চসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

৪০নং উত্তর পতেঙ্গা ওয়ার্ডে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মাদক বিরোধী এবং নিয়মিত পৌরকর পরিশোধে সচেতনতা

সৃষ্টির লক্ষে নগরীর ৪০ নং উত্তর পতেঙ্গা ওয়ার্ডে স্থানীয় কাউন্সিলর হাজী মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে ১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. শনিবার, বেলা সাড়ে ১১ টায় র‌্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস শাহানুর বেগম, সাবেক চেয়ারম্যান জাগির আহমদ, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, সাহাদাৎ হাসান, জাহাঙ্গীর হোসেন শান্ত, হুমায়ুন কবির, ক্যাপ্টেন নিজামউদ্দিন, নারী নেত্রী মাহবুবুবা বেগম, আবদুস সবুর খান, মো. হোসেন সুমন, দিদারুল আলম, আবদুল নুর রবেল, আবদুল মোতালেব রানা ও মো. আকবর সহ অন্যরা।

১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মাদক বিরোধী এবং নিয়মিত পৌরকর পরিশোধে সচেতনতা

সৃষ্টির লক্ষে নগরীর ৪০ নং উত্তর পতেঙ্গা ওয়ার্ডে স্থানীয় কাউন্সিলর জহুরুল আলম জসিম এর সভাপতিত্বে ১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. শনিবার, বেলা সাড়ে ১১ টায় র‌্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। বক্তব্য রাখেন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস আবিদা আজাদ, সাবেক কশিনার এস এম আলমগীর, মহানগর আওয়ামীলীগ নেতা বেলাল আহমদ, আলমগীর হোসেন, মোরশেদ আলম সহ অন্যরা।

১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

১৫নং বাগমনিরাম ওয়ার্ডে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মাদক বিরোধী এবং নিয়মিত পৌরকর পরিশোধে সচেতনতা

সৃষ্টির লক্ষে নগরীর ১৫ নং বাগমনিরাম ওয়ার্ডের সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনি এর সভাপতিত্বে ১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. শনিবার, বেলা সাড়ে ১১ টায় র‌্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সফর আলী, ১৫নং বাগমনিরাম ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল বশর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাহিদুল আলম পাবেল, আলহাজ্ব রবিউল হোসেন, কুতুব উদ্দিন চৌধুরী, সাজ্জাদুর রহমান বাচ্চু, শাহ আলম রতন, আবদুল আজাদ, সাইফুল আলম বাবু, বসির আহমদ চৌধুরী, আবু সৈয়দ, হারুন উর রশিদ, আবদুল জলিল, কামরুল হাসান, আমিনুল ইসলাম, আবদুল মালেক, আনোয়ার হোসেন, কাজী কবির উদ্দিন, সালেহ আহমদ কালু, আনোয়ার হোসেন, নরুল আজম, শিশির দে, উত্তম পাল, হাজী জসীম, মো. ইসমাইল, মো. আজাদ, আবদুল হান্নান, রাসেল বাবু ও তাসবির প্রমুখ।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা